কুষ্টিয়ায় বাউল সম্রাট লালন সাঁইজীর মাজারে সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরি

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় মরমী সাধক বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের মাজারের তিনটি সিন্দুক ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

ধারণামতে গত ১৪ তারিখ রাতে ঝড়ের সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকা অবস্থায় মাজারের ছাদের কারনিশ দিয়ে প্রবেশের মাধ্যমে এই চুরির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় মাজারের দায়িত্বরত খাদেম আজ সকালে মাজারের মূল দরজা খুললে তিনটি সিন্দুক ও সিসি ক্যামেরা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পায়।

লালন শাহ’র মাজারের মত দর্শনীয় স্থানে চুরির ঘটনায় মাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। মাজারের খাদেম রিপন জানান, সকালে লালন মাজারের দরজা খুলে সিন্দুকগুলোর তালা ভাঙা দেখতে পান তিনি। তিনটি সিন্দুকেরই তালা ভাঙ্গা। যেখান থেকে সব টাকা চুরি হয়ে গেছে। লালন মাজারের ভেতরে বাউল সম্রাটের সমাধীঘেঁষে দানবাক্স হিসেবে ওই সিন্দুকগুলো রাখা আছে।

এবিষয়ে স্থানীয়রা বলেন, নাইট গার্ড, খাদেম ও এতো সিসি ক্যামেরাযুক্ত স্থানে অভ্যন্তরীন কেউ জড়িত না থাকলে কিভাবে এমন চুরির ঘটনা ঘটতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়! তাই অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

তাৎক্ষনিক খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি আসলাম হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ সময় তিনি বলেন, লালন সাইজীর মাজার শুধু কুষ্টিয়ার নয় সারা বিশ্বের কাছে দর্শনীয় স্থান। এখানে এধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কাম্য নয়। লালন মাজারে সার্বক্ষনিক পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা চালু রয়েছে। সিসি টিভির ফুটেজ দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় আমরা তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ র্যাব ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে দর্শনার্থীরা এখানে টাকা

দান করেন।
তবে এতে কি পরিমান টাকা ছিল তা কেউ জানে না। প্রতিবছর লালন স্বরণোৎসবের আগে এটি খোলা হয়। তারপর আবার জেলা প্রশাসন থেকে এটি সিলগালা করে দেওয়া হয়। চুরির বিষয়ে লালন ভক্তরা ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবী করেছেন।

দৌলতপুরে মৃত ব্যক্তির নামে খাদ্য কর্মসূচির চাল উত্তোলন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ১৯৩ জন ভোক্তার সংখ্যা আছে। সেই তালিকায় থাকা এক মৃত ব্যক্তির নামে দেড় বছর চাল উত্তোলনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ প্রেক্ষিতে গত ৩ মে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষরিত এক আদেশে ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলা খাদ্যগুদামের সাব ইন্সপেক্টরকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, তদন্ত প্রতিবেদন জমা হয়েছে কিনা এই মুহুর্তে বলতে পারছিনা। যদি তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় তবে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

জানা যায়, ২০১৬ সালে সারা দেশের ন্যায় দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নেও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এবং উক্ত তালিকা অনুযায়ী বছরে ৫ বার ১০ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি করে চাল ১৯৩ জন পরিবারের মধ্যে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে অনেকেই আছে এ পর্যন্ত এক থেকে দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন।

এমনকি ক্রমিক নম্বর ২০ নবীর উদ্দিন, পিতা মৃত দানেশ দফাদার দেড়

বছর পূর্বে মৃত্যু বরন করেছেন। কিন্তু তার নামের চাল গত ১৬ এপ্রিল উত্তোলন করা হয়েছে। আরও জানা যায়, ক্রমিক নম্বর ৫৫ সোলাইমান মন্ডল, পিতা ইউনুস আলী নিজে এ পর্যন্ত মাত্র দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন। কিন্তু প্রতিবার চাল উত্তোলন করা সিটে তার চাল উত্তোলন দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও ৬৮ ক্রমিকের টগরজান, স্বামী রবিউল ইসলাম এবং ৭০ ক্রমিকের রবিউল ইসলাম, পিতা ফজলুর রহমান উভয়ে স্বামী স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাম একই তালিকায় পাওয়া গেছে। ক্রমিক নম্বর ১৮ সাজেদা খাতুন, স্বামী তুজাম, ক্রমিক নম্বর ৩০ টগরজান খাতুন, স্বামী আনারুল, ক্রমিক নম্বর ৪৪ হামেদ শেখ, পিতা করিম শেখ, ক্রমিক নম্বর ৫৬ ইস্তাহার আলী, পিতা আরজান সর্দার এই চারজনের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তাদের নামে ভিজিডি কার্ড আছে বলে তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার মো. মাসুদুর বলেন, কেউ মৃত্যু বরণ করলে কিংবা অন্য কোন তালিকায় একই ব্যক্তির নাম থাকলে সেটা দেখার দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের। আমার দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারি চাল ডিও করে এনে কার্ডধারীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডক্টর সেফটি বক্স স্থাপন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা নিতে আসা রোগীদের করোনা ও ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত করার জন্য ডক্টরস সেফটি বক্স স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের সম্মুখে টিকিট কাউন্টারের সাথে চিকিৎসকদের জন্য সেফটি বক্স স্থাপন করা হয়।

গতকাল রবিবার দুপুরে মেহেরপুর সিভিল সার্জন নাসিরুদ্দীন প্রধান হিসেবে উপস্থিত থেকে সেফটি বক্সের উদ্বোধন করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলমের সভাপতিত্বে আবাসিক মেডিকেল অফিসার সাদিয়া সুলতানা, স্বাস্থ্য প্রকৌশল খুলনা বিভাগীয় তত্বাবধায়ক কাজী সামসুল আলম, কুষ্টিয়া আঞ্চলিক প্রকৌশলী জলিলুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক প্রকৌশলী গরেশ চন্দ্র সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

সেফটি বক্সের মধ্যে থেকেই রোগীদের কোন স্পর্শ ছাড়ায় কথাবার্তা বলতে পারবেন এবং রোগীদের সকল ধরনের সেবা দিতে পারবেন। এতে চিকিসকদের চিকিৎসা দিতে কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না। চিকিৎসক কিংবা রোগী সকলেই শতভাগ সুরক্ষিত থাকবেন। একই সাথে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ বক্স স্থাপন ও উদ্বোধন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে দু-জনের করোনা জয়ের গল্প

জাহাঙ্গীর হোসেন নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গাতে হলেও বসবাস করতেন মুজিবনগর উপজেলার বল্লবপুর গ্রামে। তিনি পেশায় একজন ব্রাককর্মী। গত ২২ এপ্রিল মেহেরপুরের প্রথম করোনা পজিটিভ হিসেবে তাকে সনাক্ত করা হয়। মাত্র ১৪ দিনেই মারাত্মক করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করে এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ্য।

গত ৮ মে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীর হোসেনের নুমুনা পাঠাই পরিক্ষার জন্য। সে পরিক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুনরায় নমুনা পাঠানো হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ আসে। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্য ঘোষনা করে।

করেনা জয়ের গল্প শোনাতে গিয়ে জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ২২ এপ্রিল প্রথম যখন আমার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে তখন আমি একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। পরে মনোবল শক্ত করে ডাক্তারি পর্রামর্শ মত একা একা হোম কোয়ারিন্টিনে থাকতাম। নিয়মিত গরম পানি দিয়ে গড়গড়া ও

ভিটামিন যুক্ত খাবার খেতাম। সবসময় পরিস্কার পরিছন্ন থাকতাম। আমার কাছ থেকে যাতে অন্য কোথাও ভাইরাসটি না ছড়িয়ে পরে সেজন্য মুখে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লোবস সবসময় ব্যবহার করতাম।

আমার স্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি আমাকে সাহস দিত। হোম কোয়ারিন্টিনে থাকা অবস্থায় সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা আমি পেয়েছি। তারা নিয়মিত আমার খোজ খবর রাখতো। আল্লাহর রহমতে খুব অল্পদিনেই আমি করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেয়েছি।

অপর একজন হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের রাশেদুল ইসলাম। তিনি মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় পলি ফার্মেসীতে ডা. অলোক কুমার এর সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। গত ৩০ এপ্রিল রাশেদুল ইসলামের করোনা পজেটিভ রিপোর্ট আসে। এর পর থেকেই তিনি বাড়িবাঁকা নিজ বাড়িতে ঘরোয়া চিকিৎসাতেই মাত্র ১৪ দিনেই জয় করে করোনা ভাইরাসকে।

গত ১৪ মে রাশেদুল ইসলামের নমুনা পরিক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। পুনরায় পরিক্ষা করা হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ হয়। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ রাশেদকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্য ঘোষনা করে।

করোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়ে রাশেদুল ইসলাম বলেন, আমার করোনা পজিটিভ হওয়ার পর নিজ বাড়িতে হোম কোয়ারিন্টিনে ছিলাম। ভেঙে না পড়ে আত্মবিশ্বাস রেখে শরীরের প্রতি যত্ন নিতাম। নিয়মিত ব্যায়াম করতাম, গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করতাম, ভিামিন যুক্ত খাবার খেতাম, ডাক্তারের পরামর্শমত শুধু প্যারাসিটামল ওষুধ খেতাম।

জেলা সিভিল সার্জন নাসিরুদ্দিন বলেন, দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে মেহেরপুরের করোনা পরিাস্থতি বেশ ভালো। এ পর্যন্ত মোট ৭ জন করোনা পজিটিভ রোগী সনাক্ত করেছি। এদের ভিতর মৃত এক ব্যক্তির করোনা পজিটিভ হয় এবং মুজিবনগর ও মেহেরপুর সদরে দুইজন করোনা পজিটিভ রোগী সুস্থ্য হয়েছে।

আমরা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ যারা করোনা পজিটিভ হয়েছেন তাদের নিয়মিত খোজ খবর রাখছি। সকল সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে যারা সুস্থ্য হয়েছেন তাদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচল করার জন্য বলা হয়েছে। আমরা তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্যতার ছাড়পত্র দিয়েছি।

জীবননগরে তরমুজ ক্ষেত কেটে সাবাড়

পুর্ব শুত্রুতা মুলক ভাবে দিনে দুপুরে প্রান্তিক এক চাষীর ক্ষেতের প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার তরমুজ দিনে দুপুরে কে বা কাহারা কেটে সাবাড় করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের কাটাপোল গ্রামে।

জানাযায়, জীবননগর উপজেলার কাটাপোল গ্রামের বারেক মন্ডলের ছেলে সাইদুল ইসলাম পরের জমি বর্গা নিয়ে একটু লাভের আশায় অনেক কষ্ট করে তরমুজ চাষ করেছিলেন কিন্তুু তার ভাগ্যে তা আর সইলো না।

দিনের বেলাই কে বা কাহারা তার ক্ষেতের প্রায় ৫০ হাজার টাকার তরমুজ কেটে নষ্ট করে মাঠেই ফেলে রেখে গেছেন। এতে করে ঐ প্রান্তিক চাষী সাইদুল ইসলাম আর্থিক ভাবে চরম ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছেন এমনকি তিনি মানুষিক ভাবে ভেঙ্গেও পড়েছেন।

সাইদুল ইসলাম জানান, আমি বিকালে ব্যাক্তিগত কাজে একটু বাজারে গিয়েছিলাম বাজার থেকে এসে আমার ক্ষেতে এসে দেখি কে বা কাহারা আমার এই ক্ষতি করেছেন।

তিনি বলেন, আমার সাথে গ্রামের কারোর কোন শুত্রুতা ছিল না তার পরো কেন আমার এই ক্ষতি করলো। তিনি তার এই ক্ষতির জন্য তদন্ত পুর্বক গ্রাম্ম্য মতোব্বরদের কাছে সুষ্ট বিচার দাবি করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে অত্র ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য আতিকুজ্জামান (সন্টুর) সাথে কথা বললে তিনি বলেন যে, আমি বিষয়টি শুনেছি, কাজটি যারাই করুক না কেন তারা অত্যান্ত ন্যাক্কার জনক কাজটি করেছেন। আমি এই কাজের তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আরও ১৪ জনের মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩২৮ জনে। আজ রবিবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে দেশে এক হাজার ২৭৩ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট শনাক্ত হলেন ২২ হাজার ২৬৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মোট সুস্থ হয়েছেন ২৫৬ জন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট সুস্থ হলেন চার হাজার ৩৭৩ জন।

এর আগে গত ডিসেম্বরে চীনের উহানে করোনাভাইরাসের আঘাত আসে। এরপর এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাপী করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২৭৩ জনের করোনা শনাক্ত

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে আরও ১২৭৩ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ২২ হাজার ২৬৮ জনে।

আজ রবিবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মোট ৩২৮ জন মারা গেলেন।

‘করোনাভাইরাস মারতে ঘরে-বাইরে জীবাণুনাশক ছিটিয়ে লাভ নেই’

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মারতে বাড়ির অভ্যন্তরে বা রাস্তায় জীবাণুনাশক স্প্রে করা ভালো কাজের চেয়ে আরও বেশি ক্ষতি করতে পারে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

ভাইরাস মোকাবেলায় উন্মুক্ত স্থান পরিষ্কার রাখা ও জীবাণুমুক্ত করার বিষয়ে শনিবার প্রকাশিত এক নথির বরাত দিয়ে এনডিটিভি এ খবর দিয়েছে।

বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ডব্লিউএইচও বলেছে, রাস্তাঘাট বা বাজারের মতো খোলা জায়গায় জীবাণুনাশক ছিটানো বা ধোঁয়া দেয়ার মধ্য দিয়ে কোভিড-১৯ ভাইরাস বা অন্য জীবাণু ধ্বংস হয়- এমন কোনো প্রমাণ নেই। কারণ নোংরা ও ময়লার স্তূপ জীবাণুনাশককে নিষ্ক্রিয় করে।

এমনকি জৈব পদার্থ যদি নাও থাকে তবুও রোগজীবাণু নিষ্ক্রিয় করতে যতটুকু সংস্পর্শ সময়ের প্রয়োজন তা রাসায়নিক স্প্রে করার মাধ্যমে পর্যাপ্ত নয়।

ডব্লিউএইচও বলছে, রাস্তা ও ফুটপাত কোভিড-১৯ ‘সংক্রমণের সংরক্ষণাগার’ হিসেবে বিবেচিত নয়। তাছাড়া খোলা জায়গায় স্প্রে করার মধ্য দিয়ে ‘মানব স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়তে পারে’।

এছাড়া ‘কোনো অবস্থাতেই আক্রান্ত ব্যক্তিদের ওপর জীবাণুনাশক ছিটানো সুপারিশ করা হয় না’ বলে নথিতে জোর দেয়া হয়েছে।

এটি শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে ক্ষতিকারক হতে পারে এবং এটি সংক্রমিত ব্যক্তির ড্রপলেট বা সংস্পর্শ থেকে ভাইরাস ছড়ানো ঠেকাতে পারে না।

এছাড়া মানুষের ওপর ক্লোরিন বা অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক ছিটালে তা চোখ ও ত্বকে প্রদাহ, ব্রঙ্কোস্পাজম ও পরিপাকতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে।

কেবল খোলা জায়গায় নয়, বাড়ির ভেতরেও জীবাণুনাশক ছড়িয়ে বিশেষ কোনো লাভ নেই বলেই জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

সংস্থাটি বলছে, যদি জীবাণুনাশক প্রয়োগ করতেই হয় তবে কাপড় বা ন্যাকড়ার মাধ্যমে করা যাতে জীবাণুনাশক শুষে নিতে পারে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে গোপালগঞ্জের ক্লিনিকের ম্যানেজারের মৃত্যু

গোপালগঞ্জে এই প্রথম করোনায় আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টায় গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে আইসোলেশন বেডে লিটন সরদার লিট নামে এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

সিভিল সার্জন ডা: নিয়াজ মোহাম্মদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মৃত লিটু করোনায় আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশন বেডে ভর্তি ছিলো। তিনি বেসরকারি ক্লিনিক মেডিকেয়ার এর ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

এর আগে তিনি আজগার ক্লিনিকে ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছন। তিনি মার্কাজ মহল্লায় বসবাস করতেন। লিটু সরদার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার করপাড়া ইউনিয়নের লুথু সরদারের ছেলে। গোপালগঞ্জে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৭জন।

নারী, শিশু ও ৫০ উর্ধ্ব

বয়স্কদের বাজারে প্রবেশ নিষেধ

বরগুনায় লক-ডাউনকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার নারী-পুরুষ, শিশু ও কিশোর বাজারে আসছে। প্রশাসন, আইন শৃংখলা বাহিনীর তৎপরতায়ও ঠেকানো যাচ্ছে না জনতার ঢল।

শনিবার জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জনস্রোত থামাতে রবিবার থেকে কঠোর অবস্থানে যাবার ঘোষণা দিয়েছেন জেলা প্রশাসক মোস্তাইন বিল্লাহ।

এর মধ্য রয়েছে, নারী, শিশু ও ৫০ উর্ধ্ব কোন ব্যক্তি এবং অসুস্থ কেউ বাজারে প্রবেশ করতে পারবে না। একই পরিবারের ২জনকে পাওয়া গেলে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করা হবে। জেলা প্রশাসনের এই ধরনের সিদ্ধান্ত সমর্থন জানিয়েছেন স্থানীয় বিভিন্ন মহল ও নাগরিক সমাজ।

কেউ কেউ দাবি করেছেন, এর সাথে সংযুক্ত করা হোক, যারা শহরে বা বাজারে আসবেন তাদের সাথে মূল জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বরগুনা জেলা সভানেত্রী নাজমা বেগম বলেন,নারী-পুরুষ নয়, সকলের প্ররবেশে কঠোর নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ।

বে-সরকারি সংগঠন “জাগো নারীর প্রধান নির্বাহী হোসনেয়ারা হাসি বলেন, আমাদের অসচেতনতার কারণেই প্রশাসন এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে নারীদের লক্ষ করেই যদি এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সেটা হবে পক্ষপাতমূলক। প্রশাসন লকডাউন বাস্তবায়নে যারা ঘরের বাহিরে আসবে তাদের সাথে জাতীয় পরিচয় পত্রের মূল কপি রাখাটা বাধ্যতামূলক করতে পারেন।

ইতোমধ্যে বরগুনায় চিকিৎসক, সাংবাদিক নার্সসহ ৪২ জনের মতো ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ২ জন। তারপরও নাগরিকরা সচেতন হচ্ছে না।